# শোক-গাথা।




শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী

প্রণীত।





কলিকাতা,

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৩ সন।

১৩১৬ ত্রিপুরাব্দ।

# ভূমিকা।

পাঠকগণ এই কবিতাগ্রন্থের প্রত্যেক কবিতায় রচয়িত্রীর কবিত্ব-শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইবেন। এই কবিতাগুলি, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, তাঁহার স্বর্গবাসী স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং তাঁহারই স্মৃতিতে গ্রন্থের সকল গুলি কবিতা রচিত। যে ছবি সম্মুখে রাখিয়া এই শোক-গাথা গুলি গীত হইয়াছে, সে দিকে তাকাইতে গেলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়:—

*　　*　　*　　*　　*

যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন!
আকুল বিষাদ ভরে হাতে হাত রাখি
চেয়েছিল, অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি।
সে বিষাদ ছবি জাগে হৃদি দরপণে,—
ইত্যাদি।

কবি যে আশায় বুক বাঁধিয়া শোকসন্তপ্ত জীবন যাপন করিতেছেন, সেই আশার কথা শুনিলেও হৃদয় ব্যথিত হয়:—

মনে ভাবি হায়!　　কভু কি তাহায়,
এ আঁখি দেখিতে পাবে!
হরষ দরশে,　　সে পদ পরশে,
দুখ কি চলিয়া যাবে!

কবি লিখিয়াছেন, যে তাঁহার হৃদয়ফলকে যে যথার্থ শোক-গাথা রক্তের অক্ষরে লিখিত আছে,—

তাহারি নকল শুধু এই শোক-গাথা!

মানুষ যখন মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদে, তখন তাহার চোখের জলে সকলেরি প্রাণ ভিজিয়া যায়, উচ্চারিত শব্দ স্বভাবতঃই শোকের আর্ত্তনাদের অনুরূপ হয়,—খুঁজিয়া পাতিয়া কথা জুড়িয়া তাহাকে প্রাণস্পর্শী করাইতে হয় না। এই জন্যই কবির ভাষা এত সরল হইয়াছে, ভাব এত সুবোধ্য এবং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, এবং কবিতাগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হইতেছে।

ত্রিপুরার রাজপরিবারে সরস্বতীর বিশেষ কৃপা। সঙ্গীতে, চিত্রে, কাব্যে, রাজপরিবারের সুখ্যাতি বঙ্গদেশব্যাপী। রাজপরিবারের মহিলাগণও যে উহাতে অনুরাগিণী, এবং কবিত্ব প্রতিভায় দীপ্তিমতী, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সম্বলপুর,<br>২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৩। } (স্বাঃ) শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

# নিবেদন।

নিয়তির নিদারুণ নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় আমার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহারই করুণ উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি নাই। কেবল পরম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের উৎসাহে ও আমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মার যত্নেই "শোক-গাথা" মুদ্রিত হইল। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও অনুগ্রহ করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধনপূর্ব্বক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই জন্য এই সকল সজ্জনের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

"শোক-গাথা" আমার জীবনের ঘোর বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণ হৃদয়ের নিদর্শন মাত্র। সুতরাং ইহাতে কাহারও মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি না।

আগরতলা—নূতন হাবেলী,
উজির বাড়ী।

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী।

পরম পূজনীয়

স্বর্গীয় উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

স্বামী-দেবতার-চরণ উদ্দেশে প্রেম ও প্রীতির

# উপহার।

১

স্বামিন,

গিয়েছ স্বরগ পুরে!
কোথা গো সে কত দূরে,
অজানা সে কোন্ দেশে করিতেছ বাস?
পশিতে কি পারে তথা,
বিষাদ-বিরহ-গাথা,
বেদনার অশ্রুজল দুখের নিশ্বাস?

২

পর পারে জীবনের,
গেছ চ'লে! দুজনের
মাঝে আজি অন্তরাল সৃজিয়া অপার;
নিয়ে গেছ সুখ আশা,
প্রেম প্রীতি ভালবাসা,
রাখিয়া গিয়েছ শুধু চির অশ্রুধার!

৩

হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে,
বিষাদ বরষা ঝরে,
শোক-বায়ু হু হু ক'রে সদা করে খেলা ;
গণিতেছি গত দিন,
একাকিনী সাথিহীন,
জানি না ফুরাবে কবে জীবনের বেলা !

৪

মর্ম্মবিদ্ধ শোক-বাণে,
সে ক্ষত আহত প্রাণে,
উৎসরে রোদন রূপে এ গীতি আমার !
লহ নাথ একবার,
দীর্ণ হৃদি বেদনার,
অশ্রুজল বিন্দু মাখা প্রেম-উপহার !

আগরতলা—নূতন হাবেলী,
উজীর বাড়ী।

—অনঙ্গমোহিনী

# সূচী।

# শোক-গাথা ।

## আঁখিজল

১

আয় প্রিয় আঁখিজল,
আয় চির সাথী মোর ;
কর মম বক্ষতল
শয়নে বিছানা তোর !

২

দিনমণি অস্তে যায়
রজনী আসিছে ধীরে ;
তুমি এস পায় পায়,
না রহি নয়ন তীরে !

৩

সন্ধ্যার আঁধার ছায়
ঢাকি মুখ সযতনে,
সুকরুণ সুরে গায়
তটিনী আকুল মনে !

৪

দীরঘ নিশ্বাস ফেলি
বায়ু ধীরে বহি যায় ;
ভুলি দিবসের কেলি
সকলেই কাঁদে হায় !

৫

কেহ না পাইবে টের,
এস অশ্রু এস কাছে ;
খুঁজে দেখি দুজনের
প্রিয় ধন কোথা গেছে ।

৬

সে যখন গেল ওরে
জীবনের পর পার !
তোরে দিয়ে গেল মোরে
সখা রূপে উপহার !

৭

তাই আমি দিবা রাতি
ভালবেসে তোরে ডাকি ;
করি তোরে চির সাথী
সতত নিকটে রাখি ।

৮

আগুন উঠিলে জ্বলি
প্রাণ যবে    পুড়ে যায়,
তুই অশ্রু বুকে ঢালি
পড়িস্ নিবাতে তায়!

৯

একেলা আপন ঘরে
বসে থাকি প্রাণাধিপ;
জগৎ আঁধারে ভরে,
জ্বালি না সাঁঝের দীপ।

১০

একাকিনী বিশ্ব ভুলি
আলিঙ্গিয়া    অন্ধকার
বাঁধি বীণা কোলে তুলি;
জোড়ে না সে ছেঁড়া তার!

১১

বীণা মোর নাহি বাজে
নীরবে বসিয়া থাকি
নীরবে    বিশ্বের মাঝে
ওরে অশ্রু তোরে ডাকি!

১২

এ নিভৃতে এ আঁধারে,
আয় প্রিয় আঁখিজল ;
হেথা না পশিতে পারে
বাহিরের কোলাহল।

১৩

তুমি আমি দুজনায়
নিবিড় এ নিরজনে,
বসিয়ে ভাবিব তায়,
শুধু তনময় প্রাণে।

১৪

হৃদয় শ্মশানে মম
স্মৃতির পাষাণ দিয়া,
রচিত মন্দিরোত্তম
রয়েছে উজলি হিয়া।

১৫

সে বিজন মন্দিরেতে
আছে গো, দেবতা মোর ;
বসি প্রাণ চরণেতে
ঢালে সদা আঁখি-লোর!

১৬

সে তো গেছে জীবনের,
খেলা করি অবসান!
জানি না গো, দুজনের
মাঝে কত ব্যবধান!

১৭

একদা ফুরাবে যবে,
জীবনের দীর্ঘ দিন;
শোভিবে সন্ধ্যার নভে
নব দীপ্তি সুরঙীন।

১৮

অন্ধকারে সমীরণ,
বহি যাবে সর্ সর্;
তাপ-দগ্ধ এ জীবন
হইবে শীতলতর।

১৯

প্রখর দিবস শেষে
ব্যথিত কাতর প্রাণ
বিরাম লভিবে যে সে
দুখ হবে অবসান!

২০

সন্ধ্যার শ্যামল তীরে
ফুরাবে সুদীর্ঘ দিন !
মুদিয়া আসিবে ধীরে
ক্লান্ত আঁখি জ্যোতি হীন !

২১

রহিবে না দীপ্তি ভাতি,
নিবে যাবে কোলাহল ;
তখনো সাথের সাথী
রহিবি রে আঁখিজল !

---

# সান্ত্বনা।

১

মন রে; কি হেতু তোর এত অধীরতা
বুঝিতে না পারি,
আকুল হৃদয়ে তুই
দিবস রজনী সদা
কেন যে ঢালিস্ অশ্রুবারি !
যার লাগি পরাণ কাতর
সে কি পুনর্ব্বার ;
আসিবে রে মোছাইতে তোর আঁখিধার

২

হের মন, প্রকৃতির মনোহর শোভা
আইল গোধূলি,
রঙীন আকাশে কিবা
ভাসিতেছে মনলোভা
সোনার বরণ মেঘগুলি।
ঝিরি ঝিরি বহিছে বাতাস,
ফুটিতেছে ফুল,
আপন নীড়ের পানে উড়ে পাখিকুল।

৩

চেয়ে দেখ আজি হেথা আনন্দ উৎসব
সবে পুলকিত,
ওই শুন্ ওরে মন!
মৃদুল বংশীর রব
সাহানার মধু স্বরে গীত।
তুই শুধু একেলা বসিয়া,
হৃদয় আমার!
ঢালিস্ অধীর প্রাণে বৃথা আঁখিধার!

৪

সন্ধ্যা যায় ধীরে ধীরে আইল যামিনী
নিবিড় আঁধার,
সুনীল বসনে পুন
সাজিছে প্রকৃতি রাণী
গলেতে পরিয়ে তারা-হার।
বিরলে বিজনে সদা তুমি,
কি যে খুঁজ মন;
খুঁজিলে কি পাবি পুন হারাণ রতন!

৫

সুগভীর নিশীথিনী স্তব্ধ চারি ধার
নিদ্রায় মগন ;
নীরব নিশুতি যামে
ঘুমাও রে একবার
ওরে রে অধীর মোর মন !
চির ঘুমে ভালবাসা মম,
ঘুমায়েছে আগে ;
একাকী কেন বা মন. বল তবে জাগে ?

৬

ফিরে আয় আয় মন, কোথা তুই যাস্
পাগলের পারা ?
হেরি মৃগ তৃষ্ণিকায়
মরুভূমি পানে ধাস্
কি হইবে ছুটে দিশাহারা !
কিছুতে না পারিলেম আমি,
বুঝাইতে তোরে ;
এরূপে কি চিরদিন জ্বালাইবি মোরে ।

৭

কেন বৃথা আঁখিনীর ঝরে সদা বল্,
অবুঝ রে মন ?
তোর দুখে দুখী হ'য়ে
এক ফোঁটা অশ্রুজল,
ফেলাইতে কে আছে এমন !
তোর দুখ তোর অশ্রুজল,
যাবে তোর সনে ;
তোর স্মৃতি আর কারো রহিবে না মনে !

৮

ফুরায়ে এসেছে ক্রমে রৌদ্র-তপ্ত মোর
জীবনের বেলা !
অল্প আর আছে বাকি ;
তবে কেন মন তোর
ব্যাকুলতা ? কর তাহে হেলা।
দিবস রজনী কত আর,
ভাবিব রে মন ?
ক্ষণেক ভুলিতে দাও হৃদয় বেদন !

# চির স্মৃতি।

চির তরে চ'লে গেছে হৃদয়ের রাজ,
অতল বিষাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ !
নিয়ে গেছে সুখ সাধ সুখের বাসনা,
রেখে গেছে জন্ম শোধ হৃদয় বেদনা।
সে মম পুষ্পিত শুভ্র বসন্ত জীবন,
গেছে যবে, সাথে গেছে আমার ভুবন !
নিশীথের সুখময় জোছনা-মগন,
মধ্যাহ্নের আলোময় উজ্বল গগন ;
প্রভাতের মৃদু মন্দ মলয় বাতাস,
ধূসর-রক্তিম চারু সন্ধ্যার আকাশ ;
কুসুমিত সুবাসিত নিকুঞ্জ কানন,
ভ্রমর গুঞ্জিত সদা সুখের সদন।
এ সকলি গেছে চ'লে তারি সাথে সাথে
এবে নিশা দেখা দেয় জীবন-প্রভাতে !
নিবে গেছে নয়নের শুভ্র দীপ্তি আলো,
প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোর ছায়া কালো
গিয়েছে সকলি মম কিছু নাহি আর,
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার।

দিবস রজনী হৃদে জাগে নিতি নিতি,
কেবলি বিষাদময় সেই শেষ স্মৃতি।
জন্ম শোধ বিদায়ের বিষাদ-চুম্বন,
যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন!
আকুল বিষাদ ভরে হাতে হাত রাখি
চেয়েছিল, অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি!
এ বিষাদ-ছবি জাগে হৃদি-দরপণে,
এ করুণ-গীতি ভাসে মৃদু গুঞ্জরণে
সমস্ত জীবনে মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়
শুধু সেই স্মৃতি রেখা হৃদয়েতে ভায়!
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে করিয়ে পোষণ,
রাখিয়াছি সেই স্মৃতি করি সযতন।
সদা সেই স্মৃতি নিয়ে আছি নিরালায়
স্মৃতি মোরে দিবানিশি হাসায় কাঁদায়।
স্মৃতি মম চির সখা মানস মোহন,
বিষাদ প্রাণেতে মোর সুখ বিনোদন।
এস তুমি চিরস্মৃতি, হাতে হাতে ধ'রে
বসি দোঁহে, অতীতের ধূলামাখা ঘরে!
নীরবে নয়নে দিয়ে মায়ার অঞ্জন
দেখাও হৃদয়ে মোর সে মনোরঞ্জন।

একদা ফুরাবে যবে, দীর্ঘ তপ্ত-বেলা
সমস্ত জীবন শেষে, করি সাঙ্গ খেলা
বিরাম লভিবে প্রাণ, সে সময়ে স্মৃতি,
আসি তুমি ঢ়াল কানে অতীতের গীতি !
জাগাও সে ছবি হৃদে অন্তিমেতে মোর
অবশেষে চোখে দিয়ো মোহ-ঘুম-ঘোর !

---

# বর্ষা নিশায়।

১

আজিকে যামিনী, মলিন চাঁদিনী
নীরব নিশুতি ধরণী
ভাঙ্গা মেঘ ভাসে চাঁদ আবরিয়া,
ঢালে রিমি ঝিমি রহিয়া রহিয়া,
আকুল সমীর বহিছে শ্বসিয়া,
প্রকৃতি সজল নয়নী ;
আজি নিশি যেন, বিরহিণী হেন
বিষাদ মলিন বরণী।

২

স্মৃতি নিরজনে, হৃদি-দরপণে
দেখায় কুহক বাজীরে
অতীত-আঁধারে বিস্মৃতি-গুহায়,
চিরতরে যাহা ডুবে গেছে হায়,
স্মৃতি নব সাজে আনিয়ে তাহায়,
দেখায় কেন গো আজিরে ;
তাই এ বিজনে, ঝরে দু নয়নে,
আঁখিজল বিন্দু রাজিবে !

৩

আর কত হায়, ভুলাবে আমায়,
স্মৃতি গো, হৃদয় বাসিনি,
দেখাইছ নিতি নবীন বরণে,
কত শত ছবি মানস নয়নে
শুনাও গো শুধু সজনে বিজনে,
ঘুমান সে শোক-রাগিণী;
কেন ক্ষণে ক্ষণে, জাগাও পরাণে,
অতীতের শত কাহিনী।

৪

বরিষা নিশায়, বসি নিরালায়,
চির সহচরি স্মৃতি রে,
জেগে উঠে শুধু আজি নিরজনে,
অতীতের কথা, আকুলিত মনে,
গায় মেঘ যেন মৃদু গরজনে,
তাহারি প্রণয়-গীতি রে;
উনমাদ প্রাণে, বায়ু বহি আনে,
তারি চির প্রেম প্রীতি রে।

৫

আজি সাধ মনে, বরষার সনে,
মিশাব এ প্রাণ, সজনী।
মেঘ সনে সদা পড়িব ঝরিয়া,
কাঁদিব গো শুধু গলিয়া গলিয়া,
দূর মেঘ সনে বেড়াব ভাসিয়া,
অয়ি চির-স্মৃতি সজনা ;
জীবনে মরণে, তাহারি স্মরণে,
যাপিব দিবস রজনী।

৬

ব্যাকুলিত মন, ঝরে দুনয়ন,
আজি শুধু তার স্মরণে,
ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি-ফুল-হার,
সযতনে রচি পূজা উপহার,
এ জীবন লয়ে করি অর্ঘ্যভার,
দিয়েছিনু যার চরণে ;
ধূলার মাঝারে, ফেলিয়ে তাহারে,
গেছে গো, সে, সুখ-ভবনে।
তাই আঁখিজল, ঝরে অবিরল,
শুধুই আকুল নয়নে !

# ভালবাসার পরিণাম।

১

ভালবাসা, কেন তোর,
হেন পরিণাম ঘোর,
সদা ভাবি মনে ;
অমৃতের মধুরিমা,
বিষে হইবে রে সীমা,
বুঝিব কেমনে !

২

নর নারী মুগ্ধ প্রাণে ;
ধায় শুধু তোর পানে,
কি যে তব পরিণাম নাহি ভাবে মনে ;
হেরি মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
যথা মরু পানে ধায়,
তৃষিত হৃদয়ে পান্থ মুগধ নয়নে ;
হায় ! কি কুহক তোর, তাই ভাবি মনে

৩

যে পড়ে তোমার ফাঁদে
সেই জন শেষে কাঁদে,
আকুল অন্তরে ;
পাশে যে রয়েছে তোর,
দারুণ বিচ্ছেদ ঘোর,
নাহি বুঝে নরে।

৪

অথবা মোহের ঘোরে,
বুঝেও বুঝে না তোরে,
হায় কেন সুখ সনে দুখের সৃজন ;
ভালবাসা যেই খানে,
মর্ম্মাঘাত সেই খানে,
প্রেমের পশ্চাৎ কেন বিরহ বেদন ;
হাসির সহিত হায় ! জড়িত রোদন।

৫

নিষাদের বেণু ধ্বনি,
শুনি মুগ্ধ কুরঙ্গিণী,
ধায় শব্দ পানে !

তেমনি কুহকে তোর,
পড়ে সবে হ'য়ে ভোর,
মোহময় প্রাণে!

৬

হায় মরীচিকা সম,
সরে যাও দূরতম,
মিলাইয়া যাও কোথা স্বপনের প্রায়!
নিরাশ হৃদয় লয়ে,
নিরজন শূন্যালয়ে,
আকুল পরাণ শুধু কাঁদিয়া লুটায়!
হৃদয়ের আশা-দীপ হৃদয়ে নিবায়!

৭

কে জানে রে ভালবাসা
হবি তুই প্রাণনাশা,
এ জীবনে মোর;
ভাবি নাই আগে কেন,
হইবে রে শেষে হেন,
পরিণতি ঘোর!

৮

হ'য়েছে রজনী ভোর,
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
গেছে সুখ স্বপ্ন এবে দুখ অবিরাম!
এখন শোকাশ্রু যেন,
বিষাদ-বরষা হেন,
আবরি হৃদয়াকাশ ঝরে অবিশ্রাম!
হায়! ভালবাসা, তোর অশ্রু পরিণাম!

---

## স্বপ্ন ।

১

একদা রজনী শেষে,
মোহময় নিদ্রাবেশে,
দেখেছিনু সাধের স্বপন ;
যেন পূরণিমা নিশি,
উজলিত দশ দিশি,
সুহসিত ভূতল গগন ।
নদী বহে কুল্ কুল্,
জন শূন্য উপকূল,
সুখ-সুপ্ত, জোছনা মগন,–
শুভ্রময়ী আধ যামি,
তটে বসি একা আমি,
কেঁদে যেন আকুল নয়ন ।

২

সে সময়ে ধীরে আসি,
বসিল মধুর হাসি,
  হৃদয়ের দেবতা আমার,—
কুহরিয়ে উঠে পিক,
ঢালি মধু চারিদিক,
  বায়ু আনে ফুল-গন্ধ-ভার !
ফুটিয়া উঠিছে ফুল,
উড়িছে মধুপ কুল,
  বিহঙ্গম কলকণ্ঠে গায়,—
কি জানি কি মোহ-ভরে,
কথা মম নাহি সরে,
  কেবলি নয়ন ভেসে যায় !

৩

শান্ত্বনি মধুর স্বরে,
চম্পক নিন্দিত করে,
  মুছাইল সজল নয়ান,—
কি কথা সে প্রেমাদরে,
ব'লেছিল হাতে ধ'রে,
  মৃদু মন্দ সে মধুর তান !

সহসা জাগিনু হায় !
উষার আলোক ভায়,
বিশ্ব যেন বিষাদে মগন,—
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
হ'য়েছে গো, নিশি ভোর,
চ'লে গেছে সাধের স্বপন

৪

যেন ইন্দ্র জাল-মায়া,
স্বপনের সেই ছায়া,
রেখে গেছে স্মৃতি দরপণে !
নিদ্রা মম বিনোদন,
এনে দেয় হারা ধন,
কেবলি বিষাদ জাগরণে !
কোথা সে মূরতি মায়া,
মোহন স্বপন ছায়া,
কোথা সেই শুভ্র উপকূল—
কোথা সে বসন্ত নিশা,
চাঁদনী হসিত দিশা,
এবে প্রাণ বিষাদে আকুল !

৫

মৃদু মধু হেসে হেসে,
ব'লেছিল কি কথা সে,
জাগিয়া মনেতে নাহি আর !
সুদূরের গীত যথা,
বুঝা নাহি যায় কথা,
ভেসে আসে সুর শুধু তার !
সেরূপে মরম মাঝে,
প্রতিধ্বনি শুধু বাজে,
সে কণ্ঠের সুললিত তান !
বাজে শুধু সুর কানে,
কথা নাহি আসে প্রাণে,
তাই আজি কাঁদে মন প্রাণ !

# বর্ষা উষায়

১

কেন গো আজিকে অয়ি উষা সতী,
অরুণ অধরে ফোটেনা হাসি ;
আমারি মতন তুমিও কি পতি
বিরহে পুষিছ বিষাদ রাশি ?

২

কি ব্যথায় তব মলিন বয়ান,
কেন বা ভাসিছে নয়ন দুটি ;
দারুণ বিরহ বিষময় বাণ
রহিয়াছে কি গো মরমে ফুটি ?

৩

স্বরগের তুমি সতী দেববালা,
পবিত্র-হৃদয়া করুণাময়ী ;
বহিছ কাহার নিদারুণ জ্বালা,
আপন হৃদয়ে মমতাময়ী ।

৪

অথবা আমারি বিষাদ-ব্যথায়
ঝরে বুঝি তব কোমল আঁখি ;
তাই ঘুমাইতে আজি সাধ যায়
ওই স্নিগ্ধ কোলে মাথাটি রাখি।

৫

আসিয়াছি তাই উষা গো সজনী,
কহিতে গো কথা তোমারি সনে ;
যে দুখেতে দহি দিবস রজনী
শুনিবে কি তুমি সদয় মনে ?

৬

আমার মতন আজি অভাগিনী
আছে কি সজনী আছে কি আর ?
আমারি মতন দিবস যামিনী
ঢালিছে কি কেহ নয়ন ধার ?

৭

মুছিয়া ফেলেছি প্রেম-ভালবাসা,
মুছিয়াছি সখি, হরষ হাসি ;
চলিয়া গিয়াছে সুখ সনে আশা
আছে গো যাতনা বিষাদ রাশি।

৮

আজিকে নিবিড় মেঘের আঁধারে
উষার মলিন আলোক ভায় ;
নিরাশা-হুতাশ ঘেরিছে আমারে
ম্লান মুখে আশা চলিয়া যায় ;

৯

ডুবে যায় চাঁদ পশ্চিম গগনে
নিবু নিবু আলো মিশিয়া যায় ;
সরসীর নীল সলিল শয়নে
মুরছি কুমুদি পড়িছে হায় !

১০

শীকর-স্নিগধ-সমীর নিরাশে
বহি বহি কোথা সুদূরে যায় ;
মৃদুল নিনাদি নীরদ উদাসে
রহি রহি রহি ঝরিছে তায় ।

১১

আজিকে কেবলি সাধ হয় মনে
উষার কোলেতে মিশিয়া যাই ;
মেঘের মেদুর বাতাসের সনে
সুদূর আকাশে ভাসিয়া যাই ।

১২

অথবা অকূল সাগরের তীরে
বসিয়া দেখিব তরঙ্গ মালা ;
সজনী গো শুধু কহিব সমীরে
আমার অসহ মরম জ্বালা।

---

# পরাণ না যায়।

১

পরাণ না যায়!
ধীরে ধীরে দিনমণি অস্তাচল গায়—
ওই নিবে যায়,
সোণার কিরণ রেখা,
আর নাহি যায় দেখা,
গভীর সাগর নীলিমায়।
তটিনী তরঙ্গ তুলি,
যেতেছে আপনা ভুলি,
মৃদু কুলু কুলু করি না জানি কোথায়;
দিন যায় রাত যায়,
রবি শশী ডুবে যায়,
কেবলি যাতনা-জীর্ণ-পরাণ না যায়!

২

পরাণ না যায় !
যায় যায় দিন যায় ফিরে নাহি চায়—
কারো মুখ পানে ;
বসন্ত শরত যায়,
নিদাঘ হেমন্ত যায়,
চ'লে যায় আপনার মনে।
কুসুম শুকায়ে যায়,
সুবাস চলিয়া যায়,
ঝরিয়া পড়িয়া শেষে মাটিতে মিশায় ;
সুখের দিবস যায়,
সুখের জীবন যায়,
বুঝি গো দুখের শুধু পরাণ না যায় !

৩

পরাণ না যায় !
দিবস রজনী নিত্য লইয়া বিদায়—
কোথা চ'লে যায় ;
অসীম নীলিমাকাশে,
ক্ষীণ-রশ্মি-তারা ভাসে,
নিবে নিবে আঁধারে মিশায়।

পরাণ না যায়।

অনন্ত কালের স্রোতে,
ভেসে ভেসে নিরবেতে,
সুখের নবীন প্রাণ চিরতরে যায় ;
অতৃপ্ত কামনা হায়,
হৃদয়ে মিলায়ে যায়,
কেন গো বিষাদময়-পরাণ না যায় !

৪

পরাণ না যায় !
স্নেহ প্রেম প্রীতি যায় ভালবাসা যায়—
ওই দ্রুত রথে ;
আশা যায়, হাসি যায়,
সুখ, হর্ষ চ'লে যায়,
জীবনের মহাযাত্রা পথে !
এমনি আপন মনে,
মিশি অনন্তের সনে,
কালের অসীম পথে সবে চ'লে যায় !
ওই যায় চ'লে যায়,
সকলি চলিয়ে যায়,
কেবল দুখের মম পরাণ না যায় !

# বিরহে।

কে তুমি ডাকিছ মোরে
চির পরিচিত স্বরে,
শ্রবণে পশিছে তব
আকুল আহ্বান ;
কেন তুমি নিশি দিন
শ্রান্ত আঁখি নিদ্রাহীন,
হৃদয়ের কাছে বসি
শুধু গাও গান।

আছ সদা কাছে কাছে
ঘুরে ফিরে আস পাশে,
ডাক শুধু বার বার
নাহি দেও ধরা ;
এই আছ এই নাই
বৃথা শুধু শূন্যে চাই,
কেবলি ব্যথিত প্রাণ
হয় দিশা হারা।

কত মাস কত দিন
অনন্তে হ'য়েছে লীন,
গিয়েছ বিদায় নিয়ে
জনমের মত !
ফিরে আর আসিবে না
দেখিবে না জানিবে না,
তোমারি সোহাগ স্মরি
কাঁদি অবিরত !

থাক তুমি কত দূরে
কোন্ স্বপ্নময় পুরে ?
অচেনা সে পথ মম
অজানা সে দেশ ;
আকুল ব্যাকুল হিয়া
প্রাণ কাঁদে লুটাইয়া,
দেখাও সে পথ মোরে
আসি হৃদয়েশ ।

এখনো জীবন কুঞ্জে
প্রেমের কুসুম পুঞ্জে,
উথলি সুরভি ভাসে
আশার সমীরে।
জীবন মধ্যাহ্ন কাল
শুভ্র আলোকের জাল,
প্রেমপুষ্প পরিমল
বহিছে সুধীরে।

সহসা বিরহ নিশি
তিমিরে আবরি দিশি,
করিল আঁধার মোর
জীবন আকাশ!
দুখের করাল করে
ছিন্ন প্রেম-পুষ্প ঝরে,
বহিছে প্রবলতর
শোকের বাতাস!

খেলা না হইতে শেষ,
গেছ চ'লে ! দূর দেশ,
আকুল হৃদয় ভাসে
নয়নের নীরে !
দিন পরে যায় দিন,
গণি সদা শান্তিহীন,
একেলা বসিয়া আমি
জীবনের তীরে।

জানিবে না তুমি কভু
প্রাণ নাহি মানে তবু,
আশার কুহকে ভু'লে
ভাবি মনে মনে ;
দেখিতেছ শুনিতেছ
তুমি সব জানিতেছ,
তাই রচি শোক-গাথা
সজল নয়নে !

## নিশীথে ।

১

কোথা তুমি হে হৃদয় দেব,
সুধামাখা জোছনায়, সুবাসিত মন্দ বায়,
জড়িত রয়েছে যেন তব প্রেম-প্রীতি ;
জাগিয়া উঠিছে শুধু অতীতের স্মৃতি !

২

আজিকার চাঁদিনী যামিনী—
ঢালি চাঁদ সুধারাশি, বেড়ায় গগনে ভাসি,
তব প্রেম-মাখা আজি চাঁদের কিরণ ;
তোমারি পরশ আনি দেয় সমীরণ !

৩

কলস্বরে বহিছে তটিনী,
তরঙ্গের মৃদু তানে, মলয়ের মধু গানে,
আজি শুধু শ্রবণেতে ঢালি দেয় আনি ;
প্রেম-মধু-মাখা সেই মৃদুমন্দ বাণী !

৪

ফুটিয়াছে মাধবী মালতী,
সুবাসে আকুল হিয়া, উড়ে অলি গুঞ্জরিয়া,
কুহরে পঞ্চমে পিক লতার বিতানে,
আজি সুখ দুখ স্মৃতি জাগে শুধু প্রাণে !

৫

সুবাসিত মলয়ের সনে,—
যেন মোর চারি পাশে, ভাসিয়া ভাসিয়া আসে,
দরশ পরশ তব চির-পরিচিত,
আজিকে কোথায় তুমি হে চিরবাঞ্ছিত !

৬

থাকি তুমি কোন অন্তরালে—
ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, বিরহ, মিলন স্মৃতি,
পাঠাও জোছনা বায়ু ফুল-গন্ধ সনে
অতীত কাহিনী তাই শুধু পড়ে মনে !

৭

ছাড়ি স্বর্গ-সুখ নিকেতন
এস দেব ক্ষণ তরে, এ বিজন ভাঙ্গা ঘরে,
দীন হীন জীর্ণ বেশ বিহনে তোমার ;
দেখ আসি হৃদয়েশ ! আজি একবার।

৮

কোথা তুমি জীবন নির্ভর,
আছ তুমি কোথা যেন,          শুধু মনে লয় হেন,
কাননে বিজনে খুঁজে দেখি একবার !
অবোধ অশান্ত মন বলে বার বার !

৯

বৃথা হৃদে জাগিছে দুরাশা,
চলে গেছ চিরতরে !          আসিবে না আর ফিরে,
জানি তাহা তবু কেন অবোধ হৃদয়,
ডাকিয়া খুঁজিতে চায় সারা বিশ্বময় !

১০

সুখ রবি চির অস্তাচলে !
দিবস যামিনী মোর,          কেবলি আঁধার ঘোর,
আঁধার আমার তরে চিরোজ্জ্বল রবি,
স্মৃতি-দরপনে শুধু ভাসে শোক-ছবি !

১১

আসি যেন কোন্ মোহ-ঘোরে,
মরম-বেদনা-ভরে          সদা আঁখি জল ঝরে,
অশ্রুজল বিনা নাহি জুড়াবার স্থল !
সুহৃদ আমার এবে শুধু আঁখি জল !

# কল্পনা।

১

এস গো কল্পনে এস গো সজনী
ভাবের কুসুম ফোটায়ে শত,
দোঁহে মিলি সখি দিবস রজনী
গাঁথিব গো মালা মনের মত।

২

শোক-বাণাহত পরাণ আমার
রয়েছে বেদনা-বিষাদে লীন,
আঁধারেতে ঘেরা হৃদি চারিধার,
ভাষা ভাব রাশি হ'য়েছে হীন।

৩

চ'লে যায় যবে হৃদয় রতন
নিয়ে জগতের মাধুরি হাসি,
দিয়ে গেছে মোরে করি সযতন
বিরহ-বেদনা-বিষাদ রাশি।

৪

সে কুদিন হ'তে জগত আঁধার
ঢাকিছে দুখের নিবিড় ছায়,
সজনী গো, এবে নয়নে আমার
নাহি সে সুখের আলোক ভায়।

৫

ফোটে না মধুর কুসুম কাননে
বহে না মৃদুল মলয় বায়,
সে হ'তে গো সখি প্রকৃতি আননে
সে মধুর হাসি দেখা না যায়।

৬

পশিয়াছে হৃদে করাল নিদয়
শোক-দাবানল প্রখর বেশে,
হৃদয়ের আশা-কলিকা-নিচয়
খরতর তাপে শুকায়ে গেছে!

৭

নাহি এবে প্রেম ভালবাসা প্রীতি
রহিয়াছে শুধু যাতনা ভার!
বাজে না প্রাণের প্রেমময় গীতি
বিনোদ বীণার ছিঁড়েছে তার!

৮

দুখের অসীম যাতনা-পীড়নে
ভুলেছি সাধের কবিতা আমি,
ভুলেছি তোমারে অয়ি কলপনে
শোক-মোহে আছি দিবস যামি !

৯

হৃদয় নিকুঞ্জ বিহনে তোমার
হ'য়ে গেছে সখি মরুর মত,
তোমারি পরশে ফুটিবে আবার
মধুর সুবাস কুসুম কত।

১০

এস ধীরে হৃদে বিমল বদনে
দোলাইয়ে চারু অলক-রাজি,
ভাবের কুসুমে ভাষা আভরণে
সাজাব সাধের কবিতা আজি।

১১

দুজনে কাননে বেড়াব গাহিয়া
হৃদয়ের গীতি আপন মনে,
অথবা দুজনে যাইব ভাসিয়া
অকুল সাগর তরঙ্গ সনে।

১২

এস তবে অয়ি মানসী প্রতিমা
সাথে করি শুভ্র কবিতা-পুঞ্জ,
তুমি এলে সখি হাসিবে চন্দ্রিমা,
জাগিয়া উঠিবে হৃদয়-কুঞ্জ।

১৩

আঁচল ভরিয়া তুলিব দুজনে,
ভাবময় ফুল কবিতা-মালা,
গাঁথিব দুজনে মিলি সযতনে
ভুলিব প্রাণের বেদনা-জ্বালা।

---

# দিবা অবসান।

১

আজিকে পরাণে মোর,
জাগে কি হুতাশ ঘোর,
স্মৃতি শুধু উঠে উচ্ছ্বসিয়া ;
উদাস বাতাস যেন,
আকুল বিরহী হেন,
ভেসে যায় দূরে নিশ্বসিয়া !

২

পশ্চিম আকাশ নীরে,
ডুবে রবি ধীরে ধীরে,
ভেসে উঠে লোহিতীম রেখা ;
দিবসের চিতা হেন,
ক্ষণিক জ্বলিয়া যেন,
নিবে পুন নাহি যায় দেখা।

৩

কখন দিবস মম,
প্রাণে ঢেলে ঘোর তম,
হ'য়ে গেছে চির অবসান !
অন্ধকার সাথে করি,
ধীরে আসে বিভাবরী,
প্রাণ শুধু হয় ম্রিয়মাণ !

৪

জানিতে নারিনু হায় !
প্রাণ কাঁদে উভরায়,
কখন বা এল সন্ধ্যা মসি ;
খেলার যে সাথী যারা,
একে একে গেল তারা,
আমি শুধু আঁধারেতে বসি !

৫

সম্মুখে আঁধার ছায়া,
বিস্তারি অনন্ত কায়া,
আবরিতে আসে যেন মোরে ;

আকুল উদাস হিয়া,
উঠে শুধু উচ্ছ্বসিয়া,
কি যেন বেদনা মোহ-ঘোরে।

৬

জীবনের খেলা নিয়ে,
লয়ে প্রীতি-পূর্ণ হিয়ে,
ছিনু মোহ-বিচেতন ভরে ;
জানি না গো কোথা দিয়া,
আঁধারে আবরি হিয়া,
গেছে মম রবি চির তরে !

৭

কোথা সে সুখের খেলা,
কোথা সে আনন্দ-মেলা,
খেলা মোর না হইতে শেষ ;
বিষাদে হৃদয় ভরি,
পরাণে আকুল করি,
বেলা মোর হ'য়ে গেছে শেষ !

৮

অতীতের খেলা ঘরে,
ধূলামাখা অন্ধকারে,
প'ড়ে আছি ক্ষত বক্ষ নিয়ে ;
বিস্মৃত-জীবন-ছায়া,
প্রাণে ঢালি মোহ-মায়া,
উঠে হৃদে কেবলি জাগিয়ে !

৯

আজি দিবা অবসানে,
কোথা হ'তে পশে কানে,
অতীতের মৃদু মৃদু গান ;
চারি পাশে তম ঘোর,
প্রাণ হয় শোকে ভোর,
আজি শুধু ঝরে দু'নয়ান !

## মৃত্যু।

১

ভাবি হায়! কেন এ জীবন;
সুখ দুখ আশা স্মৃতি,
বিরহ মিলন প্রীতি,
কেবলি কি নিশার স্বপন?
মৃত্যুই কি জীবনের ঘোর পরিণাম?
লভিবে কি তা'রি কোলে অনন্ত বিরাম?

জীবন কি শুধু ভ্রান্তিময়?
তবে কেন এত আশা,
এত প্রেম ভালবাসা,
চির তরে হবে যদি লয়!
স্নেহ ভক্তি প্রীতিপূর্ণ মানব জীবন;
হ'বে কি মৃত্যুর গর্ভে চির নিমজ্জন?

৩

উজলিত জীবনের বেলা ;
মৃত্যুর পরশে যেন,
ক্ষীণ শিখা দীপ হেন,
নিবে যাবে আলোকের মেলা ;
শুধুই কি অর্থহীন মানবের প্রাণ ?
চির তরে হইবে কি অনন্ত নির্ব্বাণ ?

৪

বৃথা কি জীবন মানবের ;
প্রেম প্রীতি স্নেহ মেলা,
ইহা কি স্বপন-খেলা,
একি শুধু লীলা বালকের ?
বালুকার খেলা ঘর ভেঙ্গে যায় ক্ষণে,
তেমনি জীবন শেষ হ'বে কি মরণে ?

৫

যদি শুধু ক্ষণিক জীবন ;
তবে কেন নীলাকাশে,
রবি শশী তারা ভাসে,
শোভা দীপ্তি করে বিকীরণ ?

মৃত্যু।

কেন নিশা সুখ-সুপ্তি দেয় আসি নিতি ?
পাখী কেন ঢালে কানে মধু-কল-গীতি ?

৬

কেন গন্ধবাহী সমীরণ ;
সুমধুর ঝির ঝিরে,
বহি সদা ধীরে ধীরে,
স্নিগ্ধ করে মানব জীবন ;
উচ্ছ্বসিত করে প্রাণে শত নব আশা ;
জাগায় হৃদয়ে নিত্য স্নেহ ভালবাসা।

৭

চির শোভাময়ী বসুন্ধরা—
নবদ্রুম লতা কুঞ্জে,
বিকশিত ফুল পুঞ্জে,
গীত গন্ধ রূপ রস ভরা ;
শ্যামল স্নিগধ কোলে স্থান করে দান
মানবেরে, স্নেহময়ী মায়ের সমান।

৮

নহে ইহা কেবল স্বপন ;
মরণের অন্তরালে,
মণ্ডিত কিরণ-জালে,
আছে দেশ উজ্জল ভবন ;
প্রাণে পশে সদা বিবেকের দেব-বাণী,
সে লোকে শুনিব পুন সেই মধু বাণী ।

৯

তথা সব অমর জীবন—
নাহি মরণের শোক,
নাহি বিরহের দুখ,
তথা চির মহান্ মিলন ;
প্রতি নিশা উদে তথা মধু পূরণিমা,
কভু নাহি করে ম্লান অমা মলিনীমা ।

১০

গায় পিক তথা চির দিন ;
নিদাঘের উষ্ণ জ্বালা,
বরষার অশ্রু ঢালা,
হেমন্তের হিমানী মলিন ;

নাহি তথা এ সকল সদা সুখ রাজে,
তথা চির ঋতু-রাজ বসন্ত বিরাজে।

১১

এ লোকের রহস্য অপার—
সুখ-দুখ-বিজড়িত,
মায়া মোহ আবরিত,
প্রতারণাময় এ সংসার ;
হেথা শুধু জীবনের পরীক্ষার স্থান,
সে দেশে যাইয়ে হ'বে উন্নতি মহান্

১২

তাই ভাবি মানব জীবন,
নহে বালকের খেলা,
ক্ষণিক মায়ার মেলা,
এ নহে গো নিশার স্বপন ;
জীবনের পর পারে আছে নব দেশ-
চির বিভাময়, নাহি মলিনতা লেশ।

১৩

হায় ! কোথা সেই পরলোক ;
নবীন উজল বেশ,
চির সুখময় দেশ,
সদা স্নিগ্ধ বিমল আলোক ;
তথা যেতে এ হৃদয় অধীর আমার,
মনে হয় ইহলোক ঘোর কারাগার !

১৪

কবে আমি যাব সেই দেশে ;
মৃত্যু বিনা সে পথের,
সাথী নাহি মানবের,
এস মৃত্যু চির সুপ্তি বেশে ;
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়,
পরশি মোহিয়ে মোরে সাথে করি নিয়ো !

# নীরব।

১

নীরব আমার আঁধার ভবন,
নীরব আমার সাধের বীণা ;
নীরব শুধুই আমার ভুবন,
নীরব পরাণ শোকেতে লীনা !

২

নীরব প্রেমের নীরব ভাষায়,
নীরব প্রাণের নিরালা ঘরে ;
নীরবেতে পূজি হৃদি-দেবতায়,
নীরবেতে আঁখি সলিল ঝরে !

৩

নীরব আমার হৃদয়-মন্দিরে
নীরব আমার দেবতা আজি ;
নীরবে গাঁথিয়া অরপিব ধীরে,
নিরমল অশ্রু-মুকুতা-রাজি !

৪

নীরবে দেখিব পরাণ ভরিয়া,
নীরবেতে শুধু বাসিব ভাল ;
নীরব প্রাণের আঁধার ভেদিয়া,
ফুটিয়া উঠিবে প্রেমের আলো ।

৫

নীরবে হাসিব নীরবে কাঁদিব,
নীরবে নীরবে সহিব জ্বালা ;
নীরবে গাহিব নীরবে ভাবিব,
নীরবে নীরবে গাঁথিব মালা ।

৬

নীরব আমার প্রেম-ভালবাসা,
নীরব আমার আকাশ ধরা ;
নীরব আমার জীবনের আশা
শুধুই হৃদয় নীরবে ভরা !

৭

নীরব আঁধার জীবন-আকাশে,
নাহি উদে রবি উজল বেশে ;
নীরব আমার হৃদয়-সরসে
নাহি ফোটে প্রেম-কমল হেসে ।

৮

নীরব আমার হৃদয়-কাননে,
নীরবে ঝরিছে কুসুম কলি ;
নীরব আজিকে ডাকে না সঘনে
নীরব প্রাণের কোকিলা অলি !

৯

নীরবে বিষাদ অকূল সাগরে,
ভাসায়ে দিয়েছি জীবন-তরী ;
হতাশ বাতাসে নিয়ে যায় দূরে,
শোক-মেঘ নামে আঁধার করি !

১০

নীরব আমার প্রাণের সে বাঁশী,
মধুর ললিতে বাজে না আর !
নীরব আমার হৃদয়ের হাসি,
অধরে ফুটিয়া উঠে না আর !

১১

নীরব আমার শুধু চারি পাশ,
নীরবে হৃদয় ভরিয়া গেছে !
নীরব আমার পরাণ উদাস,
নীরবতা আসে নীরব বেশে !

১২

নীরবে তাহারে অরচনা করি,
নীরবে তাহারি করিব ধ্যান ;
নীরবে প্রেমাশ্রু পড়িবেক ঝরি,
নীরবে সে পদে মিশাব প্রাণ !

---

# মরণ।

১

কি কঠোর তুই রে মরণ,
জীবন জগত মাঝে যথা প্রেম-প্রীতি রাজে,
যথা চির-বসন্ত-জীবন ;
দারুণ বজর সম তুই
পড়িস তথায়,
কঠোর পরশে তোর ছারে খারে যায়।

২

চির-প্রেম-সুধা-মন্দাকিনী—
বহিতেছিল রে সুখে শত আশা লয়ে বুকে,
মধুময়ী প্রীতি-তরঙ্গিণী ;
মরুভূমে কর পরিণত
নিমেষে তথায়,
হুতাশে সে প্রবাহিনী শুকাইয়া যায়।

৩

সুখ-তরু আনন্দ-কাননে,
ভালবাসা-ফুলদলে সুধাসিক্ত প্রেম-ফলে,
স্নেহ প্রীতি মধুর আননে ;
হায় মৃত্যু কেন তুই তথা
নয়ন পলকে,
জ্বেলে দিস্ দাবানল ঝলকে ঝলকে !

৪

রে অন্তক ! ওরে নিরমম,
যে জন ডাকিছে তোরে ভাসি সদা আঁখি লোরে,
যেন তার প্রাণ-প্রিয়তম ;
বধির হইয়া কথা তার
না কর শ্রবণ ;
ভুলেও নাহিক চা'স্ ফিরায়ে নয়ন।

৫

শূন্য করি হৃদি প্রাণ মন,
জ্বালাইয়ে শোকানল দহিয়ে হৃদয় স্থল,
কিবা লাভ তোর রে মরণ ?

অলখিতে প্রবেশি তস্কর
করিস্ হরণ ;
হৃদয়ের একমাত্র পরশ রতন।

৬

ওরে কাল ওরে মন্দমতি,
প্রাণপূর্ণ আশা শত ভাঙ্গিতেই সদা রত,
কেন তোর হেন রে কুমতি ;
বিমল কুসুম সম হৃদে
বজর কঠিন ;
হানিতে প্রয়াস তোর ওরে মতিহীন।

জীবন বাসনা সহ আশা
গ্রাসিতেছ নিতি কত মানব সন্তান শত,
দুর্নিবার তোর রে পিপাসা ;
ব্যথিতের করুণ বিলাপে
দয়া নাহি হয়,
মরণ রে, তোর কিবা কঠিন হৃদয় !

৮

সুখময় শান্তির আলয়,
তোমার পরশে হায়! নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায়,
মরু সম সব শূন্যময়;
গাঢ়তম ঘোর অন্ধকার
করিয়ে নির্ম্মাণ,
চির তরে সুখ-দীপ করিস্ নির্ব্বাণ!

নিদারুণ পরশে রে তোর,
থেমে যায় প্রেম-গীতি চ'লে যায় স্নেহ প্রীতি,
হুতাশ-তুফান বহে ঘোর;
রে কৃতান্ত, এ জগতে তুই
চির-বিভীষিকা,
সুখের প্রান্তর মাঝে ধাঁধা-মরীচিকা!

# বর্ষায়।

১

সখি, সারা দিন আজি,
মেঘে মেঘে সাজি,
 আঁধার গগন অতি ;
আজি ঢাকিছে তপন,
মলিন বরণ,
 যেন গো প্রকৃতি সতী।

দেখ আজি মেঘ দল,
ঘন অবিরল,
 বরিষয়ে বারি রাশি ;
যেন পূরব বাতাস,
ফেলি দীর্ঘ শ্বাস,
 চলিছে দিগন্তে ভাসি

৩

ভাসে অসীম গগনে,
আকুলিত মনে,
যেন মেঘ পথ হারা ;
আজি বিষাদিনী হেন,
দিগ্-বধূ যেন,
শুধু কেঁদে হয় সারা।

৪

সখি, আজি নিরজনে,
শুধু পড়ে মনে,
কবেকার কত স্মৃতি ;
শুধু পশে যেন কানে,
মৃদু মৃদু তানে,
অতীতের প্রেম-গীতি !

৫

আজি ব্যাকুল বাতাসে,
দামিনী বিকাশে,
গরজে বারিদ ঘোর ;

ওগো, বরষার গানে,
আজিকে পরাণে,
জাগে কি হুতাশ মোর !

৬

সখি, বসি এ নিবিড়ে,
ভাসি আঁখি নীরে,
আজি শুধু ভাবি মনে ;
মম জীবনের পারে,
পাব কি তাহারে,
মিলিব কি তার সনে।

৭

পুন মনে ভাবি হায় !
কভু কি তাহায়,
এ আঁখি দেখিতে পাবে ;
ওগো, হরষ দরশে,
সে পদ পরশে,
দুখ কি চলিয়া যাবে ?

৮

সখি, কভু ভাবি মনে,
পুন তার সনে,
মিলিব জীবন তীরে ;
শত কুসুম ফুটিবে,
সুবাস ছুটিবে,
পাখীরা গাইবে ধীরে।

৯

হায় ! দহিয়ে হৃদয়,
যে মহা প্রলয়,
ঘটেছে জীবনে মোর !
ওগো, সে মুখ দরশে,
সে প্রেম-পরশে,
ভুলিব সে দুখ ঘোর !

১০

সুখে লয়ে ফুল-বাস,
গাইবে বাতাস,
মিলন-মঙ্গল-গীতি ;

সেই অনন্ত মিলনে,
অসীম জীবনে,
ভুলিব বিরহ স্মৃতি

১১

কবে হইবে সুদিন,
আসিবে সে দিন,
দুখেরে চরণে দলি ;
সুখে মিশি প্রাণে প্রাণে,
অসীমের পানে,
উভয়ে যাব গো চলি

১২

সখি, আজি ভাবনার,
নাহি পাই পার,
কত উঠে পড়ে মনে ;
যেন আসে ভাসি ভাসি,
শত ভাব রাশি,
আজি বরষার সনে !

১৩

ওগো, প্রাণ শুধু মোর,
ভাবে হয় ভোর,
হ'য়ে যাই দিশা হারা ;
তাই গাঁথি মালা কত,
রচি গান শত,
যেন পাগলের পারা !

১৪

এই ঘন বরষার,
আঁধার আঁধার,
মলিন প্রকৃতি কায়া ;
শুধু সখি গো আমার,
শোক-অন্ধকার,
হৃদয়ের প্রতি-ছায়া !

---

# বসন্ত জ্যোৎস্নায়।

১

বসন্ত জোছনা রাতি উজল চাঁদের ভাতি,
মৃদু মন্দ বহে সমীরণ ;
তটিনী পিয়াস প্রাণে বহিছে সাগর পানে,
ভাসি যায় চাঁদের কিরণ।

২

হসিত তটিনী তীরে শুভ্র বালুকায় ধীরে,
মুরছিত জ্যোৎস্না অচেতন ;
নিঝুম নিশুতি নিশি স্বপ্ন-মোহময় দিশি,
প্রকৃতির স্তব্ধ নিকেতন।

৩

কোথা কোন্ অতি দূরে— বাজে বাঁশী মধু স্বরে,
বেহাগের মৃদু মধু তান ;
পশিয়ে সে সুর কানে, কাহারে জাগায় প্রাণে,
ঝরে শুধু আকুল নয়ান।

৪

ভাসে চাঁদ মাতোয়ারা ঝরিছে জোছনা ধারা,
তটিনীর শুভ্র উপকূল ;
ও পারে কানন ছায়া জলে পড়ে ঝাঁপাইয়া,
বাতাসে ফুটিয়া উঠে ফুল।

৫

কুসুম সুবাস সনে কার কথা পড়ে মনে,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর !
তটিনীর কল তানে কার গীতি পশে কানে,
চোখে শুধু আসে ঘুম-ঘোর !

৬

চারি পাশে নীরবতা যেন শুধু আকুলতা,
অনিমেষ প্রকৃতি নয়ান ;
সুনীল আকাশ-নীরে ভাসে চাঁদ ধীরে ধীরে,
প্রাণে জাগে কাহার বয়ান !

# নিশীথে ঝটিকা।

১

আজিকে নিশি আঁধার দিশি
নিবিড় আধ রজনী,
বিষাদ মসি অখিলে পশি
ছাইল আজি অবনী!

২

নভের নীলে মেঘের নীলে
গিয়াছে যেন মিশিয়া,
নিশীথ যেন বিরহী হেন
আঁধারে পড়ে ঝাঁপিয়া!

৩

দোলায়ে ঘন গহন বন
বাতাস বহে শ্বসিয়া,
কাঁপায়ে মন গরজে ঘন
বিজলি উঠে হাসিয়া।

৪

নদীর পারে বনের ধারে
উড়িয়া যায় জোনাকী,
ঝরিছে পাতা বিষাদে লতা
কাঁপিয়া উঠে চমকি।

৫

জলদ ঝরে আঁধার করে,
বাতাস বহে ছুটিয়া,
তটিনী কোলে তরণী দোলে
লহরী উঠে মাতিয়া।

৬

আজিকে মম হৃদয় সম
যামিনী মসি বরণা ;
আমারি যেন নয়ন হেন
ঝরিছে ঝর ঝরণা !

৭

আমার এই হৃদয়ে যেই
বিষাদ বারি উথলে,
তাহারি মত লহরী কত
ঁয়া যায় অকূলে !

৮

আজিকে যেন উদাস হেন,
পরাণ কেন কাঁদে গো ?
কাহার ছায়া মূরতি মায়া
হৃদয়ে শুধু ভাসে গো !

৯

হারাণ-গীতি হারাণ-স্মৃতি
মরমে উঠে জাগিয়া !
কেবলি ধীরে নয়ন নীরে
হৃদয় যায় ভাসিয়া !

---

# চির-ঘুম।

১

ধীরে পোহাইয়া যায় বিভাবরী,
পূরবে আলোক ভায় ;
কুসুমে কুসুমে উড়ে মধুকরী,
বহিছে দখিনা বায়।

২

সারানিশি আমি আছি গো জাগিয়া,
মরম যাতনা নিয়ে ;
এস চির-ঘুম প্রাণ আবরিয়া,
রাখ চির-মোহ দিয়ে।

৩

ভুলিয়া যাইব জীবনের মোর—
বিরহ মিলন স্মৃতি ;
ভাঙ্গিবে না কভু এই ঘুম-ঘোর,
সহিতে যাতনা নিতি !

৪

পারি না বহিতে এ হৃদয় ভার,
পড়েছি গো ক্লান্ত হ'য়ে ;
চাহি না জাগিতে এ জগতে আর,
অসীম যাতনা ল'য়ে !

৫

ওই দেখ চাঁদ পড়িছে ঢলিয়া
জগত আঁধার করি ;
সাথে সাথে তারা যেতেছে নিবিয়া
একটি একটি করি !

৬

চেয়ে দেখ ওই নিশি হয় ভোর,
দোয়েল দিতেছে সাড়া ;
এস চির-ঘুম, মোহ-মন্ত্রে মোর,
ঢেকে দেও আখি তারা !

# তরী-যাত্রা

১

জীবন-সাগর মাঝ, ভাসিয়া চ'লেছি আজ,
ভাঙ্গা চোরা ক্ষুদ্র মম তরী ;
দুখের করাল ছায়, ছাইয়া আসিছে হায়,
শোক-বায়ু বহে হু হু করি !

সুখ শান্তি একে একে, চ'লে গেছে চিহ্ন রেখে,
হৃদয়ের স্মৃতি-দরপণে !
সে চিহ্ন হৃদয়ে ধরি, ভাসায়েছি জীর্ণ তরী,
চলিয়াছি অশ্রু সাথী সনে !

৩

বিরহ-বিষাদ আসি, ছড়ায়ে আঁধার রাশি,
ঢাকিতেছে হৃদি চারিধার !
রবি অস্ত গেছে যবে, বৃথা অন্ধকার নভে,
কেন চাহ হৃদয় আমার ?

৪

ওই দেখ মন মোর,　　আবরিছে ঘন ঘোর,
ক্রমে ক্রমে বাড়িছে আঁধার !
সুদীর্ঘ তামসী নিশা,　　ঢাকে মম দশ দিশা,
এ নিশা কি পোহাবে গো আর ?

৫

আহত মুমূর্ষু হিয়ে,　　শোক দুখ বোঝা নিয়ে,
একা আমি যাত্রী সাথীহীন !
জানি না তরণী হায়,　　কোথা মোরে নিয়ে যায়,
চলিতেছি উদ্দেশ্য বিহীন !

৬

আকুল জীবন নীরে,　　জ্বলিয়া উঠিছে ধীরে,
দুখের বাড়ব চারিভিতে,
দগ্ধ প্রাণ হয় সারা,　　ঢালি শুধু আঁখি ধারা,
হায় ! অশ্রু নারে নিবাইতে।

৭

বিরহের ঝটিকায়,　　নিবিয়া যেতেছে হায় !
আশা-দীপ উজল আমার !
ডোবো ডোবো জীর্ণ-তরী,　　বিষাদ-সাগর'পরি,
উথলে তরঙ্গ নিরাশার !

৮

হে অসীম, বল না গো,   আর কত জানি না গো,
এ পথের কোথা হবে শেষ !
প্রবল হতাশ-বায়,   বাড়ে দিনে দিনে হায়,
অন্ধকার বেলা অবশেষ !

৯

একদা আঁধার নীরে,   ভাঙ্গা তরী ধীরে ধীরে,
ডুবে যাবে নীরবে নীরবে,
মিশিবে জলেতে যেন,   জলের বুদ্বুদ হেন,
চিহ্ন তার কোথা নাহি রবে !

# বিদায়।

নিয়ে যাও প্রিয়তম
　　হিয়া ভরা প্রেম মোর,
দিয়ে যাও শোক-তম
　　বিরহ আঁধার ঘোর।

ভালবাসা সুখ হাসি
　　তুমি সব নিয়ে যাও,
শোক ব্যথা দুখ-রাশি
　　শুধু মোরে রেখে যাও।

৩

যদি মম আঁখি লোর
　　ভিজায় চরণ তল,
এলান কুন্তলে মোর
　　মুছে কর নিরমল।

৪

ভুলে যদি কোন দিন
ব্যথা দিয়ে থাকি আমি,
ফিরি দুখ সীমা হীন
দেহ গো হৃদয়-স্বামী !

৫

ভালবাসা প্রেম প্রীতি
সাথে করি নিয়ে যাও,
তব প্রেম চির-স্মৃতি
শুধু মোরে দিয়ে যাও !

৬

দীর্ঘ তপ্ত পথে যদি
শ্রান্ত হও প্রিয়তম,
স্নিগধ এ প্রেম-নদী
দিবে শান্তি মনোরম।

৭

আমার এ প্রেম আশা,
আলোকিবে তব পথ,
যোগাইবে ভালবাসা
প্রেম প্রীতি-ফুল-রথ।

৮

ভালবাসা প্রেম সনে
 থাক সুখে হৃদয়েশ্ !
নিতি নব সুখ মনে
 বিচরি সে নব দেশ।

৯

যাও তবে প্রিয়তম
 সেই চির সুখধামে,
যথা বহে সুধা সম
 মন্দাকিনী অবিরামে।

১০

ভুলে যাও মরতের
 ধূলার ক্ষণিক খেলা !
ফেলে যেয়ো জীবনের
 রোগ শোক দুখ মেলা !

১১

উষার লোহিত আলো
 পূরব গগনে ভায়,
নিশীথের ছায়া কালো
 পশ্চিমে লুকায়ে যায় !

১২

এল কি বিদায় কাল ?
যাও তবে প্রাণাধিপ !
টুটে যায় স্বপ্ন জাল
নিবু নিবু আশা-দীপ !

১৩

তোমায় স্মরিয়া আমি
হুতাশে ধরিব প্রাণ,
যাপিব দিবস যামি
গেয়ে তব গুণ গান।

১৪

নিত্য ধামে বাস করি
থাক সুখে হ'য়ে ভোর,
ঝরুক তোমারে স্মরি
সদা মম আঁখি লোর !

১৫

জীরণ বসন মত
ফেলিয়ে যেয়ো গো স্বামি,
দিয়ে যাও দুখ শত
তথাপি তোমারি আমি।

## স্মৃতি-চিহ্ন।

( স্বর্গীয় স্বামী দেবতার স্মৃতি-মন্দির স্থাপনোপলক্ষে )

১

মরম ভিত্তিতে আজি, তব স্মৃতি-চিহ্ন নাথ,
সযতনে করিনু স্থাপিত ;
কালের বিধানে হায়! ভাঙ্গিবে জগৎ তায়,
সকলি যে হইবে অতীত।

২

কিন্তু এ হৃদয়ে প্রভু, টুটিতে নারিবে কভু,
তব স্মৃতি হে চির-বাঞ্ছিত !
প্রণয়ের স্তম্ভ'পরে, রহিবে গো চিরতরে,
এ মন্দির চির-সঞ্জীবিত।

৩

নিভৃত হৃদয়ে মম, স্মৃতির মন্দির মাঝে,
চিরোজ্জ্বল মানস মূরতি ;
ভকতি সুবাস ধূপে, উজলিত প্রেমদীপে,
প্রাণ ভরি করিব আরতি।

৪

হৃদয়ের সুখ আশা, প্রাণপূর্ণ ভালবাসা,
দিয়ে প্রীতি কুসুমের হারে ;
পূজিব গো অনুদিন, ধোয়াব ও পদ যুগ,
ঢালি সদা নয়নের ধারে !

৫

মিলনে—নয়ন মাঝে, একই মূরতি রাজে,
এক ঠাঁই সমীপেতে রয় ;
বিরহে—অসীমরূপ, হৃদয়েতে রহে গাঁথা,
শুধুই জগতরূপময় ।

৬

অনন্ত মূরতি তব, দশদিকে নব নব,
উঠিতেছে যেন গো ভাসিয়া ;
ঘেরিয়া রেখেছ মোরে, শত শত বাহু ডোরে,
চারি পাশে রয়েছ ব্যাপিয়া ।

৭

পাষাণে রচিত স্মৃতি, ধূলিতে মিলায়ে যাবে,
কালের কঠোরময় করে !
হৃদয়ের পাতে রেখা, গভীর উজল লেখা,
রবে মোর আজীবন তরে !

৮

মানস নয়ন ভরি, দেখিব গো অনুক্ষণ,
তব রূপ হে হৃদয়স্বামী !
ধেয়ানে পূজিব সদা, করি প্রেম উপাসনা,
যতদিন ভবে রব আমি !

---

# সমদুঃখিনীর প্রতি।

১

সখিরে—

কেন প্রাণ কাঁদে মম সদা,

যে জ্বালায় দিন যামি, দহিয়ে আছি গো আমি,

সম দুখি বিনা কভু এ জগতে আর—

কে বুঝিবে, কেন অশ্রু ঝরে অনিবার !

২

সখিরে—

সকলেই বলে গো আমায়—

"এবে সে নহে তোমার, আসিবে না ফিরে আর,

ভুল তারে বৃথা কেঁদে কি ফল এখন,

পরমেশে ভাবি কর সময় যাপন।"

৩

সখিরে—

সে কি কভু ভুলিবার ধন ?

জানি আসিবে না কভু, ভুলিতে নারিব তবু,

সেই মোর পরমেশ্ সেই নারায়ণ,

সে পদ অরচি সদা যাপিব জীবন।

৪

সখিরে—

আছি তারে সদা ভালবেসে,
তাহা বিনা এ সংসারে, আর কিছু চাহি নারে,
হউক সে অশরীরি নিরাধারময়,
তবু সে জীবনে মম ভুলিবার নয়।

৫

সখিরে—

আশা কহে "মিলিবে আবার"
সেই আশা-পথ চেয়ে, আছি তারি ভাব নিয়ে,
নিরাশা-অনলে যদি হৃদি দহি যায়,
আশা-অশ্রু-ধারা আসি অমনি নিবায়।

৬

সখিরে—

কি কহিব মরমের কথা,
পরাণের গাথা মোর, হৃদয়ের ব্যথা ঘোর,
লিখিয়া কহিয়া তাহা নাহি হয় শেষ,
কেবলি দহিয়া উঠে শুধু হৃদি-দেশ!

৭

সখিরে—

চিরতরে এ জীবনে মোর,
পরাণের রক্ত দিয়ে, লিখিত রয়েছে হিয়ে,
অসীম অকূল যেই মরমের ব্যথা,
তাহারি নকল শুধু এই শোক-গাথা !

৮

সখিরে—

মম সম এ জগতে যার,
ভাঙ্গা-চোরা মন প্রাণ, তারি কাছে পাবে স্থান,
অতৃপ্ত প্রাণের মম বিরহের স্মৃতি !
কবিতার রূপে এই বেদনার গীতি !

সখিরে—

কেন মোর পরাণ না গেল !
সুখ-দীপ চিরতরে, নিবেছে আঁধার ক'রে,
আঁধারে ডুবিয়া গেছে জীবনের বেলা !
ফুরাইল জীবনের সুখ সাধ খেলা !

১০

সখিরে—

ওই দেখ সন্ধ্যা এল নেমে,
আজি এই শেষ দিনে, পূরবীতে বাজে বীণে,
বিদায় আজিকে সখি নিভিতেছে আলো !
আবরি আসিছে নিশীথের ছায়া কালো !

১১

সখিরে—

আজি এই বিদায়ের দিনে—
আমার মরম ব্যথা, আমার এ শোক-গাথা,
বসি নিরজনে সখি খুলি একবার
এক বিন্দু অশ্রুজল ফেল সাথে তার !

---

সম্পূর্ণ।